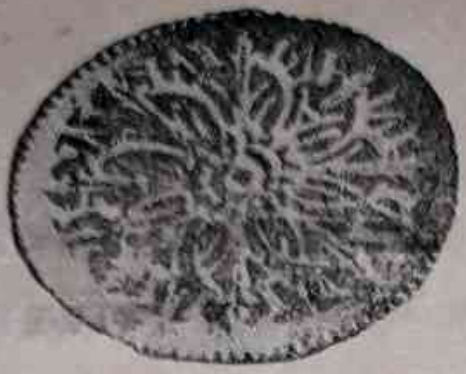

আশার আলো

পূর্বা রক্ষিত
প্রাক্তন ছাত্রী

সবে ভোর হচ্ছে, আর এমন সময় একটি ছুটি করে কাক ডেকে উঠলো। ওদের কলরবটা ক্রমশঃ বাড়ছে। জয়দীপের মনে হয়, তাদের উঠোনের টিনের বেড়াটার ওপারেই একসার কাকের মিটিং বসে গেছে এখন।

আসলে, কাকের কা-কা শব্দেই তার ঘুমটা ভাঙে, না ঘুম তার অভ্যেস মতো ভেঙে যাওয়ার পরেই কাকগুলো ডাকতে শুরু করে—এ কথাটা জয়দীপ রোজই তার ঘুম ভাঙার মুহূর্তে একবার করে ভাবে।

বাইরের ঘরের দেওয়াল ঘড়িটায় টক্ টক্ করে পেণ্ডুলামের শব্দটা মৃদু মন্দ তালে বাজে। ঠং করে কটা যেন বাজলোও। কটা? সাড়ে চার না, সাড়ে পাঁচ? পাঁচটাই হবে হয়তো। বাইরের আলো এখনও ততটা স্পষ্ট হয়নি।

পাশের খাটটার দিকে তাকালো। মা তখন উঠে গেছেন। ছোট বোন সুমি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমন্ত এই ছোট্ট বোনটির একটা ছবি আঁকতে হবে, ভাবে জয়দীপ। ওর কচি কচি গলার মিষ্টি গানের মতো হয় যেন ছবিটা। কিন্তু এইগুলো যেন সবই অনর্থক। তারতো সেই একঘেয়ে জীবন, জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দিনের পর দিন এসব দেখতে দেখতে জয়দীপ যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এইবার একটু মুক্তি পেতে চায় এই বন্দী জীবন থেকে.

চার-পাঁচ বছর বয়সে এক প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে জয়দীপ কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ভগবানের অশেষ কৃপায় সে তার শ্রবণশক্তির বলেই জীবনের সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে আছে।'

ঘুম থেকে উঠে এসব ভাবতে হঠাৎ জয়দীপ শুনতে পেল তার মা তাকে রান্নাঘর থেকে ডাকছে। মার ডাকে জয়দীপ যেন বাস্তব রাজ্যে ফিরে আসে।

তখনি মার কাছে ছুটে গিয়ে কি একটা কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল সে। মুহূর্তের জন্য সে যেন ভেবেছিল তার মনের কথাটা সে প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু পর-মুহূর্তেই তার মনে পড়লো, 'আরে! আমি তো— আমি তো কাউকে কিছু বলতে পারি না। পাশের বাড়ীর সুমন, অতনু ওরা তো পারে।'

.... এইসব ভাবতে ভাবতে তার ঠোঁটদুটো থর থর করে কেঁপে উঠছে। চোখ ছলছলে। এই বুঝি কান্নায় ভেঙে পড়ে! সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। জয়দীপ বলতে চেষ্টা করে কিন্তু শব্দ ওঠে গঁ গঁ। মার চোখেও জল চলে আসে। বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—'বুঝেছি, বুঝেছি। কে বলেছে তুমি পারো না। তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারছি। তুমি দেখছো, শুনছো কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে পারো না। কিন্তু তাতে কি হলো! তুমি যে ভালো ছবি আঁকতে পারো। ছবিতে আমাদের চাইতেও মনের ভাব তুমি যে সুন্দর করে বলতে পারো। দুঃখ পেয়োনা বাবা। তুমি একদিন বড় চিত্রশিল্পী হবে।'

মার কাছ থেকে সান্ত্বনা পেয়ে জয়দীপ কিছুটা যেন আশ্বাস পায় এবং আবার সেই খোলা জানলাটার কাছে গিয়ে বসে। যেটা তার সবসময়ের বন্ধু। এখন ঘড়ির কাঁটা

দশটায় পা দিয়েছ। তারবয়সী কত ছেলে মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। অগণিত লোক নিজের নিজের কাজে যাচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা আর নদীর স্রোতের মতো কেউই এক পলকের জন্যও থামছে না। তাহলে কি এই বিশাল পৃথিবীতে সে-ই একমাত্র কর্ম-হীন। এইসব ভাবনা চিন্তা তাকে আরও ব্যথিত ও বিমূঢ় করে তোলে। সে রাস্তার অসংখ্য লোকের মতো, সুমনের মতো বাইরে বেরিয়ে পড়তে চায়। মুক্ত পাখী হয়ে উড়ে যেতে চায়। থাকতে চায় না, এই ঘরটার সীমাবদ্ধতার মধ্যে। কেমন একটা অস্থিরতা অনুভব করে। ভাবে চারদিকের এতো শব্দ, এতো কথা এতো গান এরই কি কোনো ছবি হয় না। নিশ্চয় হবে। সে সেই খোলা জানলাটার পাশে ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে বসে।

হঠাৎ জয়দীপ রাস্তার মাঝখানে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে একটা খোঁড়া লোককে দেখতে পায়। লোকটা ভিড়ের মধ্যেও ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। জয়দীপ যেন তার ব্যথাক্রান্ত মনে কিছুটা আশ্বাস পায়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। জয়দীপ ভাবে 'ঐ লোকটাও তো প্রায় আমার মতো। কিন্তু ও তো আশা হরায় নি। তাহলে আমি কেন নিরাশ হচ্ছি।

এই ভেবে সে আনন্দে ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। তার চোখে জল, মুখে হাসি।